তারিখ ... ১৮।৪।৪৩ ...
পৃষ্ঠা ... ... ৫ কলাম ৪ ... ...

দৈনিক বাংলা

C62

টেক্সট বুক বোর্ডের বই

গত কিছুদিন থেকে দৈনিক বাংলায় বোর্ডের বইয়ের ভুলের ব্যাপারে কিছু আলো চনা-সমালোচনার প্রেক্ষিতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ পত্রিকার জনমত কলামে ২৬-৫-৮৩ ইং তারিখে যে বক্তব্য রেখেছেন তার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। কর্তৃপক্ষ অর্ধশিক্ষিত কম্পোজিটর ও প্রেসের উপর দোষ চাপাবার চেষ্টা করেছেন। আসলে অর্ধশিক্ষিত নয়, বেশী শিক্ষিত লোকদের খামখেয়ালীর ফসল হলো ভুলে ভরা এ বোর্ড বইগুলো।

সেশন শুরু হওয়ার ৪ মাস পরে প্রকাশিত নবম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞান বই দুটি ভুলের দিক থেকে প্রথম হওয়ার দাবী রাখে। অসংখ্য ভুলে ভরা বিজ্ঞান ১ম খন্ড বইটির অনুশীলনীর ক্রমিক নম্বর পর্যন্ত ঠিক নেই। অনুশীলনী ৩-১-২-এর পরে অনুশীলনী ২-২-৩। ৩৮ পৃষ্ঠায় আছে ১৯৬২ সালে পৃথিবীর মানুষ প্রথম চাঁদে অবতরণ করেন। শুদ্ধিপত্রে সংশোধন করতে গিয়েও ভুল করা হয়েছে। ২৪৮ পৃষ্ঠায় পরীক্ষা ১৬ পরে ১৯ শুরু। বইয়ের প্রথমেই প্রসঙ্গ কথায় শেষ প্যারার আগের প্যারায় লেখকবৃন্দ এভাবে আশা ঘোষণা করেছেন—আগামীতে প্রথমোক্ত গ্রুপের লেখা ২য় খন্ড এবং শেষোক্ত গ্রুপের ১ম খন্ড প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়। সাধারণ বিজ্ঞান ২য় খন্ডের ৫৫ পৃষ্ঠায় প্রশ্ন (ঞ)-তে বলা হয়েছে—সবাত শ্বসনে অক্সিজেন নির্গত হয় তা প্রমাণের জন্য পরীক্ষণে ফুলের পাপড়ি ব্যবহার করা হয় বটে ব্যবহার করা হয় না। এই ভুল প্রশ্নটির উত্তর দিতে অনেক শিক্ষকও বৃথা চেষ্টা করেছেন। (সাধারণ

(৪-এর কঃ দ্রঃ)

(৪-এর কঃ পর)

বিজ্ঞান ২য় খন্ডের প্রায় সব কয়টি নোট বইয়ে ভুল উত্তর দেওয়া হয়েছে)।

এমনি শতশত ভুলে ভরা বোর্ডের বইগুলো। আসলে বোর্ডের বিশেষজ্ঞ ও লেখকবৃন্দের খামখেয়ালীর দরুন এসব ভুল হয়ে থাকে। লেখক ও বোর্ড কর্তৃপক্ষের যৌথ আদেশে বই ছাপা হয়। পরিবেশকদের এ ব্যাপারে করণীয় কিছু নেই।

আশা করি বোর্ড কর্তৃপক্ষ নিজেদের ভুল বোঝার চেষ্টা করবেন।

আবু সাঈদ পাটওয়ারী
সুধারাম
নোয়াখালী।